B.A 2nd Semester

Paper - BENGALI-HC -2016

Unit – II

সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা (রামেশ্বর শ')

ধ্বনি প্রকরণ

আদিস্বরাগম : শব্দের আদিতে সংযুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে সেই সংযুক্ত ব্যঞ্জন উচ্চারণ কালে উচ্চারণ সৌকর্যের জন্য তার আগে যদি কোন স্বরধনির উচ্চারণ করা হয় তবে তাকে আদিস্বরাগম বলে। যেমন ----- স্কুল > ইস্কুল ; স্পৃহা > আস্পৃহা ; ইত্যাদি।

মধ্যস্বরাগম : যুক্তব্যঞ্জনের উচ্চারণ কষ্ট লাঘব করার জন্য অথবা যুক্তব্যঞ্জনের কর্কশতা দূর করার জন্য যুক্তব্যঞ্জনের মাঝখানে যে সমস্ত স্বরধনির উচ্চারণ করা হয় সেগুলিকে মধ্যস্বরাগম বলা হয়। যেমন --- ভক্তি > ভকতি ; ইত্যাদি।

অন্ত্যস্বরাগম : কোন শব্দের শেষে যুক্তব্যঞ্জনের উচ্চারণকালে যদি অতিরিক্ত কোন স্বরধ্বনির আগম ঘটে তবে তাকে অন্ত্যস্বরাগম বলে। যেমন--- গিল্ট > গিল্টি ; ইত্যাদি।

স্বরধ্বনিলোপ : স্বরধ্বনিলোপ তিনভাবে হতে পারে। আদিস্বরলোপ, মধ্যস্বরলোপ এবং অন্ত্যস্বরলোপ।

আদিস্বরলোপ : সাধারণত শব্দের আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত না থেকে যদি শব্দের মধ্যবর্তী কোন অক্ষরে শ্বাসাঘাত থাকে তবে আদি স্বর ধ্বনিটি গৌণ হয়ে ক্রমশ ক্ষীণ উচ্চারিত হয় এবং শেষে লোপ পায়। একেই আদিস্বরলোপ বলে। যেমন--- অলাবু > লাউ ; ইত্যাদি। (অ- লোপ পেয়েছে।)

RITA DEY

মধ্যস্বরলোপ : সাধারণত শব্দের আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত থাকলে শব্দের মধ্যবর্তী কোন স্বরধ্বনি ক্ষীণ হয়ে ক্রমশ লোপ পেয়ে যায়। একে মধ্যস্বরলোপ বলে। যেমন--- গামোছা > গাম্ ছা ; ইত্যাদি। (এখানে শব্দটিতে শুধু 'ও'-কার উঠে যাবে। লেখার সময় কোন দূরত্ব থাকবে না। ঠিক ভাবে লেখা গেল না। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ।)

অন্ত্যস্বরলোপ : স্বাভাবিক উচ্চারণে প্রায়ই শব্দের শেষের দিকে শ্বাসের জোর কমে আসে এবং শব্দের শেষে অবস্থিত স্বর ক্ষীণ উচ্চারিত হতে হতে শেষে লোপ পায়। একে অন্ত্যস্বরলোপ বলে। যেমন--- রাশি > রাশ ; ইত্যাদি। (ই- কার লোপ পেয়েছে।)

ব্যঞ্জনধ্বনিলোপ : স্বরধ্বনি যেমন শব্দের আদি-মধ্য-অন্ত্য যে কোন স্থান থেকেই লোপ পেতে পারে, ব্যঞ্জনধ্বনি তেমন লোপ পায় না। আদি ও অন্ত্য অবস্থান থেকে ব্যঞ্জনধ্বনি লোপের নিদর্শন নেই বললেই চলে। শব্দের আদিতে 'র'-এর লোপের নিদর্শন পাওয়া যায়। উত্তর-বঙ্গের উপভাষায় আদি 'র'-এর লোপ এবং আদি 'র'-এর আগম দুই দেখা যায়। যেমন—'আমের রস'> 'রামের রস' ; ইত্যাদি।

এছাড়া ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পায় সাধারণত শব্দের মধ্যে দুটি স্বরের মধ্যস্থান থেকেই। আধুনিক বাংলায় 'বাবা'>'আওবা' (জড়িত উচ্চারণে) ; আবার চলিত বাংলায় 'হ্' ধ্বনির লোপ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন --- ফলাহার>ফলার ; ইত্যাদি।

পাশাপাশি দুটি সমধ্বনির মধ্যে একটি লোপ পায়। যেমন--- বড় দাদা > বড়দা ; (একে সমাক্ষর লোপ বলে।)

পাশাপাশি দুটি সমধ্বনির মধ্যে একটি লোপ পায় শুধুমাত্র লেখার সময়, লোকের মুখে উচ্চারণে ঠিকই থাকে। যেমন--- ইংরাজিতে 'krishnanagar'> 'krishnagar' --- এখানে একটি 'na' লেখা হয়েছে। (একে সমবর্ণ লোপ বলে।)

অপিনিহিতি : অনেক সময় শব্দের মধ্যে 'ই' (ি) বা 'উ' (ু) থাকলে, সেটি যে ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে সেই ব্যঞ্জনের আগে সরে এসে উচ্চারিত হয়। এছাড়া শব্দে য-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জন বা 'ক্ষ' বা 'জ্ঞ' থাকলে তার আগে অনেক সময় একটা অতিরিক্ত 'ই' বা 'উ' উচ্চারিত হয়। এই উভয় প্রক্রিয়াকে **অপিনিহিতি** বলে। যেমন--- বাক্য > বাইক্ক ; ইত্যাদি।

অভিশ্রুতি : অপিনিহিতির প্রক্রিয়ায় শব্দের অন্তর্গত যে 'ই' বা 'উ' তার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের আগে সরে আসে সেই 'ই' বা 'উ' যখন পাশাপাশি স্বরধ্বনিকে প্রভাবিত করে এবং নিজেও তার সঙ্গে মিশে পরিবর্তিত হয়ে যায় তখন তাকে অভিশ্রুতি বলে। যেমন--- করিয়া >কইরা (অপিনিহিতি) > করে (অভিশ্রুতি) ; ইত্যাদি।

স্বরসঙ্গতি : শব্দের মধ্যে পাশাপাশি অথবা প্রায় কাছাকাছি অবস্থিত দুটি পৃথক স্বরধ্বনির মধ্যে যদি একটি অন্যটির প্রভাবে বা দুটিই পরস্পরের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে একই রকম স্বরধ্বনিতে বা প্রায় একই রকম স্বরধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে যায় তবে সেই প্রক্রিয়াকে **স্বরসঙ্গতি** বলে। যেমন--- সুপারি>সুপুরি ; পূজা> পুজো ; ইত্যাদি।

ধ্বনিপরিবর্তনের গতিমুখ অনুসারে স্বরসঙ্গতিকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। ক) প্রগত খ) পরাগত গ) পারস্পরিক বা অন্যোন্য।

পূর্ববর্তী ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে একই রকম বা কাছাকাছি ধ্বনিতে রূপান্তরিত হলে তাকে বলে **প্রগত স্বরসঙ্গতি**। যেমন --- পূজা> পুজো ; ইত্যাদি।

পরবর্তী স্বরধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে একই রকম বা কাছাকাছি স্বরধ্বনিতে রূপান্তরিত হলে তাকে বলে **পরাগত স্বরসঙ্গতি**। যেমন--- দেশী> দিশী ; ইত্যাদি।

RTA DEY

পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী দুটি স্বরধ্বনিই পরস্পরের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে একই রকম বা কাছাকাছি স্বরধ্বনিতে রূপান্তরিত হলে তাকে পারস্পরিক বা অন্যোন্য **স্বরসঙ্গতি বলে**। যেমন--- যদু> যোদো ; ইত্যাদি।

ক্ষতিপূরণ দীর্ঘীভবন : শব্দের কোন ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে অনেক সময় সেই লোপের ক্ষতিপূরণ দেবার জন্যে তার পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বর দীর্ঘস্বরে রূপান্তরিত হয়। একেই বলে ক্ষতিপূরণ বা পরিপূরক দীর্ঘীভবন। ধর্ম > ধম্ম > ধাম ; কর্ম > কম্ম > কাম ; ইত্যাদি।

সমীভবন : শব্দের মধ্যে পাশাপাশি অবস্থিত বা পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত দুটি বিষম ব্যঞ্জনধ্বনি অর্থাৎ পৃথক ধরনের ব্যঞ্জনধ্বনি যখন একে অপরের প্রভাবে বা দুটি পরস্পরের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে একই রকম বা অনুরূপ ধ্বনিতে রূপান্তরিত হলে তাকে **সমীভবন** বলে। যেমন--- উৎ + লাস > উল্লাস ; ইত্যাদি।

ধ্বনিপরিবর্তনের গতিমুখ অনুসারে **সমীভবন**কে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। ক) প্রগত খ) পরাগত গ) পারস্পরিক বা অন্যোন্য।

পূর্ববর্তী ধ্বনির প্রভাবে যদি কখনো পরবর্তী ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে একই রকম বা কাছাকাছি ধ্বনিতে রূপান্তরিত হলে তাকে **প্রগত সমীভবন** বলে। যেমন --- পদ্ম > পদ্দ ; ইত্যাদি।

পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে যদি কখনো পূর্ববর্তী ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে একই রকম বা কাছাকাছি ধ্বনিতে রূপান্তরিত হলে তাকে **পরাগত সমীভবন** বলে । যেমন--- সৎ + মান > সম্মান ; ইত্যাদি।

পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী দুটি ধ্বনিই পরস্পরের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে একই রকম বা কাছাকাছি ধ্বনিতে রূপান্তরিত হলে তাকে পারস্পরিক বা অন্যোন্য **সমীভবন বলে**। যেমন--- উৎ + শ্বাস > উচ্ছ্বাস ; ইত্যাদি।

ঘোষীভবন : কোন সঘোষ ধ্বনির প্রভাবে অঘোষ ধ্বনি যদি সঘোষ ধ্বনিতে পরিণত হয় তবে তাকে **ঘোষীভবন** বলে। যেমন--- কাক > কাগ ; লোক > লোগ ; ইত্যাদি।

অঘোষীভবন : ঘোষ ধ্বনি অঘোষ উচ্চারিত হলে, সেই প্রক্রিয়াকে **অঘোষীভবন** বলে। যেমন--- অবসর>অপ্ সর ; ইত্যাদি।

[বি. দ্র. সাধারণত বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ধ্বনি, য়্, র্, ল্, হ্, ড়্, ঢ়্ এবং সমস্ত স্বরধ্বনি হল সঘোষ ধ্বনি ; আর অন্য ধ্বনিগুলি হল অঘোষ ধ্বনি।]

নাসিক্যীভবন : কোন নাসিক্য ব্যঞ্জন (ম্, ন্, ঙ্, ইত্যাদি) যদি ক্ষীণ হতে-হতে ক্রমশ লোপ পায় এবং তার রেশ স্বরূপ পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিতে একটা অনুনাসিক অনুরণন যোগ হয় তবে সেই প্রক্রিয়াকে **নাসিক্যীভবন** বলে। যেমন--- বন্ধ > বাঁধ ; ইত্যাদি।

স্বতোনাসিক্যীভবন : শব্দ মধ্যে নাসিক্য ব্যঞ্জন না থাকলেও অনেক সময় কোন কোন স্বরধ্বনি আপনা থেকেই অনুনাসিক উচ্চারিত হয়। এই প্রক্রিয়াকে **স্বতোনাসিক্যীভবন** বলে। যেমন--- পেচক > পেঁচা ; ইত্যাদি।

মূর্ধন্যীভবন : 'ঋ', 'র্', 'ষ্', এবং 'ট্', 'ঠ্', 'ড্' প্রভৃতি মূর্ধন্যধ্বনির প্রভাবে সংশ্লিষ্ট বা কাছাকাছি অবস্থিত কোন দন্ত্যধ্বনি (ত্, থ্, দ্, ধ্ ইত্যাদি) যদি মূর্ধন্য ধ্বনিতে পরিণত হয়ে যায় তবে সেই প্রক্রিয়াকে **মূর্ধন্যীভবন** বলে। যেমন--- বিকৃত > বিকট ; ইত্যাদি।

স্বতোমূর্ধন্যীভবন : 'ঋ', 'র্', 'ষ্', এবং 'ট্', 'ঠ্', 'ড্' প্রভৃতি কোন মূর্ধন্যধ্বনির প্রভাব ছাড়াই যদি কোন দন্ত্যধ্বনি (ত্, থ্, দ্, ধ্ ইত্যাদি) যদি মূর্ধন্য ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়ে যায় তবে সেই পরিবর্তনকে **স্বতোমূর্ধন্যীভবন** বলে। যেমন--- সংস্কৃত পততি > প্রাকৃত পড়ই > বাংলা পড়ে ; ইত্যাদি।

RITA DEY

সমমুখ ধ্বনিপরিবর্তন : ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে যদি একাধিক শব্দ পরিবর্তিত হয়ে উচ্চারণ ও বানানে সম্পূর্ণ একই রকম রূপ লাভ করে তবে সেই ধরনের পরিবর্তনকে **সমমুখ ধ্বনিপরিবর্তন** বলে। যেমন--- সংস্কৃত পততি > বাংলা পড়ে ; সংস্কৃত পঠতি > বাংলা পড়ে ; সখি > সই ; সহি > সই ; ব্যাকুল > বাউল ; বাতুল > বাউল ; ইত্যাদি।

বিমুখ ধ্বনিপরিবর্তন : ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে যদি একই শব্দ পরিবর্তিত হয়ে একাধিক শব্দের জন্ম হয় তবে সেই ধরনের পরিবর্তনকে **সমমুখ ধ্বনিপরিবর্তন** বলে। যেমন--- ভণ্ড > ভান ও ভাঁড় ; শ্রদ্ধা > সাধ ও ছেদ্দা ; চিত্র > চিতা ও চিত্তির ; ইত্যাদি।

.....

RITA DEY